P. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ভি ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ
ব্রাঞ্চ : ষ্টুডিও চিত্রশ্রী ২
রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা
এজেন্ট : ন্যাপ কালার ল্যাবঃ

৭৭শ বর্ষ
৯ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৬শে আষাঢ় বুধবার, ১৩৯৭ সাল।
১১ই জুলাই, ১৯৯০ সাল।
নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০৲

জঙ্গিপুর ঃ নিরঙ্কুশ ফ্রন্টের দখলে, পুরজনের প্রত্যাশা অনেক
ধুলিয়ান ঃ বিজেপি, কং, ফঃ ব্লক ও ফ্রন্টত্যাগীদের আঁতাতে বোর্ড সমস্যা কমবে কি ?

রাজনৈতিক প্রতিবেদক ঃ পুরপতি নির্ব্বাচনের দিন ২ জুলাই জঙ্গিপুর পুরবোর্ডের ১৫ সদস্যের ৯জনই গেলেন ফ্রন্ট পক্ষে, কংগ্রেস পক্ষে ৫জন এবং ১২নং ওয়ার্ডের নির্দল সদস্য সুশান্ত পাণ্ডে কোন পক্ষেই ভোট দেননি। সুশান্ত পাণ্ডে এই প্রতিবেদককে জানান, এই পুর শহরের বিভিন্ন সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে জনজীবনকে দুর্ভোগের মধ্যে রেখেছে, সেগুলি দূর করতে তিনি চাপ সৃষ্টি করবেন। কোন দলের সমর্থনে না যাওয়ার কারণ হিসাবে তিনি বলেন—সেক্ষেত্রে বোর্ড দখলকারী দলের ভাল কাজের সমর্থন ও অশুভ কাজের সমালোচনা করার বৈধ অধিকার তাঁর থাকবে। এতে শহরের যে কোন সমস্যা সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করতে তিনি পারবেন, কোন দল তাতে খুশি হবেন বা অখুশি হবেন এ চিন্তা তাঁকে বিব্রত করতে পারবে না। তার উপর দলীয় শাসন ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে পুর অফিসে যে দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে সেগুলির বিরুদ্ধেও সোচ্চার হওয়ার সুযোগ তিনি পাবেন। প্রয়োজনে জনগণের সাহায্য চাইবার অধিকার থেকেও কেউ তাঁকে বিরত রাখতে পারবেন না। ফ্রন্টের নেতা ও বর্তমান পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জানান বিগত দুটি বোর্ডেই অবস্থা ছিল ডামাডোলের। ১৯৮১তে ফ্রন্ট গরিষ্ঠতা পেলেও হবিপ্রসাদ মুখার্জীর দলত্যাগের ফলে তাঁরা বোর্ডের দখল পাননি এবং ১৯৮৫তে ফ্রন্ট এবং কংগ্রেস প্রতিনিধি সমান সমান হয়। সেই সময়ে নির্দলীয় সদস্য পরমেশ পাণ্ডে কংগ্রেস পক্ষে যাওয়ায় কংগ্রেসই বোর্ড দখল করে। পরবর্তীতে শ্রীপাণ্ডে তাঁদের সমর্থন করলেও নানা গোলমালে নতুন বোর্ড গড়া সম্ভব হয়নি। ফলে বিগত (শেষ পৃষ্ঠায়)

দলত্যাগীদের নিয়ে পরবোর্ড গড়ায় ধিক্কার দিবস পালন

ধুলিয়ান ঃ গত ৩ জুলাই সিপিএমের সমর্থনে জয়ী ডি এস পির তরুণ সেনকে পুরপতি ও ফঃ ব্লকের অশোক সিংহকে উপ পুরপতি করে বিজেপি ও কংগ্রেস বোর্ড গঠন করায় স্থানীয় সিপিএম দল এই অশুভ আঁতাতের বিরুদ্ধে ধিক্কার দিবস পালন করেন। ওই দিনই সিপিএমের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং বিধায়কদ্বয় আবুল হাসনাৎ খাঁন ও তোয়াব আলী সত্যদেব গুপ্তকে সভাপতি করে পথসভায় তরুণ সেন ও অশোক সিংহের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেন। সভায় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় কমিটির সম্পাদক তামিজুদ্দিন আমেদ চিত্ত সরকার ও বিধায়কদ্বয়। তাঁরা তরুণ সেনের বিরুদ্ধে বলেন, যে তরুণ সেন তাঁদের সহযোগিতায় জয়লাভ করেন, সেই তরুণ সেন পদলোভে দলত্যাগ করায় স্থানীয় মানুষ তাঁর প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করবেন একথা সত্য। তার উপর ফ্রন্টের শরিক হয়েও ফঃ ব্লকের ফ্রন্ট ত্যাগ করে কংগ্রেস ও বিজেপির সঙ্গে হাতমিলানো নীতিবিগর্হিত। কংগ্রেস মানেই বর্তমানে গণতন্ত্র ধ্বংসকারী স্বৈরতন্ত্রী দল, বিজেপি সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন। এঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যাঁরা বোর্ড গড়েছেন তাঁরা জনস্বার্থ বিসর্জন দিয়েই গড়ছেন। জনগণ তাঁদের এ আচরণ ক্ষমা করতে পারে না। উল্লেখ্য তরুণ সেন পূর্বে কংগ্রেস ছিলেন, তারপর (শেষ পৃষ্ঠায়)

চোরাচালান বেড়েই চলেছে প্রশাসন আছে কিনা সন্দেহ

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ জঙ্গিপুর শহর এখন চোরাচালানের মুক্তাঞ্চল। প্রশাসনের লোক-দেখানি তর্জন গর্জন যত বাড়ছে, তার সঙ্গে তাল দিয়ে বাড়ছে চোরাচালানীর দাপট। ওপারে মাল পাঠাতে বা এপারে মাল আনতে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের খেজুরতলা ঘাট ছিল সর্বেসর্বা এবং তার চালানকারীরা ছিল কংগ্রেস দলের অধীনে। সিপিএম দল কংগ্রেসের সেই দাপট খর্ব করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে এবং শেষ পর্যন্ত চালানকারী নেতা বলে কথিত মহসীন ডাটাকে নিজেদের কব্জায় এনে ফেলে। কংগ্রেস দলও চুপ করে বসে থাকেনি। তারা জনৈক কুখ্যাত চালানকারী ভাঙ বাঙ্গালের নেতৃত্বে মিঠিপুর বোলতলা ঘাট সৃষ্টি করে ব্যবসা চালাতে (শেষ পৃষ্ঠায়)

নতুন রেশন কার্ড ইস্যু না হওয়ায় দুর্ভোগ

ধুলিয়ান ঃ সমসেরগঞ্জ থানা ফুড এণ্ড সাপ্লাই বিভাগ নতুন কোন রেশন কার্ড ইস্যু না করায় স্থানীয় জনগণ দুর্ভোগ পোয়াতে বাধ্য হচ্ছেন। বর্তমানে রেশন কার্ডধারী না হলে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম নথীভুক্ত করা, ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করা বা রেশনে খাদ্যদ্রব্য পাওয়ার সুযোগ মেলে না। এ ব্যাপারে খাদ্য পরিদর্শকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি বলেন, আমাদের ষ্টকে রেশন কার্ড না থাকায় এবং কর্তৃপক্ষের তরফে রেশন কার্ড সরবরাহ না করায় তাঁরা নতুন রেশন কার্ড ইস্যু করতে পারছেন না।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে আষাঢ় বুধবার ১৩৯৭ সাল

হাই তোলা—'হায়' তোলা

এই রাজ্যে বানতলার ঘটনা কাহারও অজানা থাকিবার কথা নয়। গত ৩০শে মে সেখানে সমাজবিরোধীরা মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী-দের পৈশাচিক ও নারকীয় তাণ্ডবের মধ্য দিয়া যে হত্যালীলা চালাইয়াছে, তাহাতে শালীনতা বোধযুক্ত সভ্য মানুষমাত্রই লজ্জা পাইবেন। অবশ্য কোন কোন মানুষের কাছে তাহার তেমন গুরুত্ব নাই। কেননা, তাঁহাদের মতে এমন ঘটনা ত কতই ঘটে। সুতরাং এই ঘটনা আর এমন কি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

গুরুত্ব না থাকিবারই কথা। বস্তুত দেশের তাণ্ডবকারীরা আজ রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান শক্তি। যে কোন নির্বাচনে তাহাদের মদত আবশ্যক। বুথ দখল, প্রকৃত ভোটার আসিবার পূর্বেই তাঁহার ভোট হইয়া যাওয়া, ছাপ্পা ভোটপত্র ভোটবাক্সে ফেলা, ভীতির সঞ্চার করিয়া অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হইতে না দেওয়া এবং তাহার জন্য বোমা-পিস্তল-পাইপগান প্রভৃতির উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিয়া নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হইয়াছে বলিয়া দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের ঘোষণার পথ প্রশস্ত করা ও গণতন্ত্রের মহিমা বজায় রাখায় তাহারা অপরিহার্য। প্রশাসনও অবশ্য যথেষ্ট সহায়তা প্রদান করিয়া থাকে। গণতান্ত্রিক মর্যাদা রক্ষার অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় রাখিয়া অর্থাৎ নিষ্কর্মা সাজাইয়া হাই তুলিতে দেওয়া হয় যাহার জন্য বিপন্ন পক্ষের 'হায়' 'হায়' রব তোলার কোন অসুবিধা হয় না।

তাই সমাজবিরোধীরা আজ সব দলেরই হাতিয়ার। ইহাদের কেহ কেহ মৃত্যুবরণ করিলে (অবশ্য এনকাউন্টারে) দলবিশেষ তাহাদের দলের প্রতি আনুগত্য ও নিষ্ঠার কথায় সোচ্চার হয়, তদীয় মৃত্যুতে এলাকা বিশেষে 'বন্‌ধ' ডাকা হয়। বেগলার বাঁশতলার ঘটনা এই প্রসঙ্গে অতি সাম্প্রতিক বলিয়া বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সংবাদে প্রকাশ, দুই রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষে দুই ভিন্ন দলের দুই কর্মী—যাহারা বহু খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত, বহুবার গ্রেপ্তার হইয়াছে বলিয়া কথিত এবং সম্প্রতি উভয়েই জামিনে মুক্ত ছিল বলিয়া উল্লেখিত, তাহাদের একজনের পাইপ-গানে প্রাণান্ত হইয়াছে; অপরজন প্রতিপক্ষের নিক্ষিপ্ত বোমায় গুরুতর অবস্থায় আহত। তাহার প্রাণান্ত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে নিহতজনের জন্য এলাকায় বন্‌ধ পালিত হয়।

দেশের এই অবস্থা মানুষকে ভাবিতে বাধ্য করিয়াছে বানতলা-বাঁশতলা ঘটনায় সাধারণে 'হায়' 'হায়' করিবেন। কেননা ব্যক্তি বিশেষদের ভাগ্যে নিমতলা-কেওড়াতলা নির্দিষ্ট হইবে আর শান্তিরক্ষা বা শান্তিস্থাপনের ক্ষেত্রে জন্তুন ছাড়া আর কিছু দেখা যাইবে না। রহস্য সেইখানে। বানতলাতে তাহাই ঘটিয়াছিল। তবে সেখানে বন্‌ধ পালিত হয় নাই। কারণ হাতিয়ারগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

প্রধান শিক্ষিকার আইন বিরুদ্ধ নির্দেশ প্রসঙ্গে

আপনার নির্ভীক পত্রিকা মারফৎ রঘুনাথ-গঞ্জ উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার এক বিচিত্র খামখেয়ালীপনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। মাধ্যমিকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নিয়মানুসারে নবম শ্রেণী থেকে ছাত্রছাত্রীদের অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে একটি ঐচ্ছিক বিষয় দেওয়া হয়ে থাকে। যার মাধ্যমে তারা ঐ বিষয়ে শতকরা ৫৪ নম্বর বাদ দিয়ে বাকী নম্বর মোট প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যুক্ত করতে পারে। এরদ্বারা তারা 'ডিভিশন' সহজেই বাড়িয়ে প্রতিযোগিতা-মূলক অনেক পরীক্ষাতে দাঁড়াবার সুযোগ পায়। এক্ষেত্রে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বিগত কয়েক বছর থেকেই দু'একটি মাত্র ছাত্রীদের ঐ সুযোগ দিয়ে বাকী অধিকাংশ ইচ্ছুক ছাত্রীদের জোরপূর্বক ঐ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে চলেছেন। ফল হিসাবে প্রতি বছর অনেক ছাত্রী অতি সামান্য নম্বরের জন্য প্রথম বিভাগ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ বিষয়ে ঐ বিদ্যালয়ের নির্বাচিত বোর্ড ও স্থানীয় মহকুমা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

স্মরণ দত্ত, রঘুনাথগঞ্জ

নতুন তথ্যাধিকারিক কার্যভার নিলেন

বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্যাধিকারিক উৎপল ঝা বদলী হয়েছেন। তিনি গত ৪ জুন নদীয়ার তথ্যাধিকারিক নারায়ণ বসুকে তাঁর কার্য্যভার বুঝিয়ে দিয়ে চলে যান। নদীয়ার তথ্যাধিকারিক যৌথভাবে দুই জেলার কাজ চালাতে থাকেন। সম্প্রতি হুগলী জেলা থেকে বদলী হয়ে মদনমোহন দাস মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্যাধিকারিকের কর্মভার বুঝে নেন।

আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব

সাধন দাস

'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ"!

বড় দুঃসময় এখন।

আজকে আমরা শুধু পেতে চাই, দিতে জানি না।

কিন্তু কিছু পেতে গেলে যে কিছু দিতে হয়, এই দেওয়া নেওয়ার সম্পর্কেই বাঁধা থাকে আমাদের পরিবার, আমাদের সমাজ আমাদের রাষ্ট্র।

মিছিলে মিটিঙে আজ শুধু একটাই শ্লোগান : চাই, শুধু চাই, আরো চাই।

অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাসস্থান চাই—সুস্থ-ভাবে বাঁচার অধিকার চাই।

সম্মান চাই, মর্যাদা চাই, সবকিছু পেলে রাজা হতে চাই।

সমাজের কাছে প্রতিষ্ঠা চাই, বাবার কাছে স্নেহ চাই, প্রশ্রয় চাই মায়ের কাছে আদর চাই, ছেলের কাছে সম্ভ্রম চাই, শ্রদ্ধা চাই, স্ত্রীর কাছে সোহাগ চাই, ভালবাসা চাই।

কিন্তু যে ব্যক্তি এ্যাতোসব দেবে, তারও তো কিছু চাই!!

আমাদের যেমন চাওয়ার অধিকার আছে, তেমনি দেওয়ারও দায়িত্ব আছে। দ্বিতীয়টির বেলায় আমরা সবাই ভয়ংকরভাবে নীরব। দায়িত্বের কথা তুললে মাথা চুলকিয়ে চোখ উল্টিয়ে "হ্যাঁ—তা তো বটেই' বলে কেটে পড়তে পারলে বাঁচি যেন।

আমরা রাষ্ট্রের কাছে সুনাগরিকত্বের অধিকার চাই, ভালো কথা। কিন্তু রাষ্ট্র যদি বলে—"বাবা গোপাল", আমার জন্যে তুমি কতোটুকু করেছ? বরং উল্টে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতায় উগ্র ভাষণ দিয়েছ, পঞ্চায়েতে দাঁড়িয়ে ত্রাণের টাকা লুটেপুটে খেয়েছ, ন্যায়কে অন্যায় বলেছ, অন্যায়কে ন্যায় বলেছ তাহলে আমি কি জবাব দেব?

সমাজের কাছে আমার সম্মান ও প্রতিষ্ঠা চাই, সুস্থ সহযোগিতা চাই। কিন্তু সমাজ যদি বলে—"তোমার বাড়ির দরজায় সমাজ-বিরোধীদের হাতে যেদিন হরিবাবু খুন হলো, সেদিন সব জেনেও তুমি খিল এঁটে ছিলে, তোমার কি দায়িত্ব ছিলো না—পুলিশের কাছে সত্য প্রকাশ করা? সেদিন রাত ১২টায় রাখালের মা তার অসুস্থ ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য তোমার সাহায্য চাইতে এসেছিলো, তুমি নিজে অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে তাকে ফিরিয়ে দিলে! ক'জন দুঃস্থকে তুমি দুদিনে সাহায্য করেছ যে তাদের শ্রদ্ধা-ভালবাসা পাবার অধিকার তোমার আছে?" —কোনো জবাব নেই। (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

রেশন ডিলার ধর্মঘট চলছে এবার খাদ্যমন্ত্রী ঘেরাও অভিযান

ধুলিয়ান : পঃ বঃ রাজ্য রেশন ডিলার এ্যাসোশিয়েসন তরফে জানানো হয় পশ্চিমবঙ্গে মাত্র মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর, জঙ্গিপুর ও সাগরদীঘি ছাড়া সর্বত্র ২ জুলাই থেকে রেশন ডিলাররা ধর্মঘট চালাচ্ছেন। ১৪ দফা দাবীর ভিত্তিতে দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদের এলাকা ও ঐ তিনটি স্থান ছাড়া সর্বত্রই এই আন্দোলনে জনজীবন বিপর্যস্ত। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এখনও ধর্মঘটীদের কোন দাবী সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দেননি। বরং তাঁরা ধর্মঘটী রেশন ডিলারদের লাইসেন্স কেড়ে নেবার ও নতুন ডিলার নিয়োগের আদেশ দিয়েছেন বলে খবর। ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিপক্ষে বামফ্রন্ট সরকারের এই হুমকী আন্দোলনকারীদের হতবাক করেছে। ফলে আন্দোলনকে আরো তীব্র করার পরিকল্পনা তাঁরা নিতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আগামী ১৬ জুলাই খাদ্যমন্ত্রীর দপ্তরে জমায়েত হয়ে দাবী আদায়ের জন্য তাঁকে ঘেরাও করা হবে।

অভিযুক্তের জামিন নাকচ

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৫ জুন সাবডিভিসন্যাল জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে আত্মসমর্পণের পর জামিনের আবেদন করলে লালগোলা থানার নশীপুরের জোতদার কমলাকান্ত রায়ের জামিন নাকচ হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ১০ এপ্রিল বীরেন্দ্রনগর গ্রামে জোতদার ও বর্গাদার সংঘর্ষে কমলাকান্তের লোকজন গুলি চালালে বিফল মণ্ডল ও ভবানী মণ্ডল জখম হন। অপরজন গোপাল মণ্ডলের কোন খোঁজ মেলেনি। গ্রামের লোকজনের সন্দেহ তাঁর লাশ গায়েব করা হয়েছে। ঐ ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্ত খুদু মণ্ডল ও রঘুনাথ দাসকে গ্রেপ্তার করে। অন্যান্যরা আত্মগোপন করে। কমলাকান্ত ওদের মধ্যে একজন।

বিজ্ঞানের অদ্ভুত আবিষ্কার

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা আহত ব্যক্তিদের বুকে জমে থাকা রক্ত বার করে আবার তা সঙ্কট সময়ে ঐ রোগীর দেহে ফিরিয়ে দেবার জন্য এক ক্ষুদ্র যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। বর্তমানে পথ দুর্ঘটনায় বা অন্যান্য আঘাতে বেশীর ভাগ মৃত্যু ঘটে ফুসফুস বা হৃদ যন্ত্রের রক্তবাহগুলি ফেটে বেরিয়ে আসা রক্ত চাপে বুকে হাইপোক্রিয়ার সৃষ্টি থেকে। বর্তমানে বুকে রক্ত সরিয়ে ফেলার যন্ত্রটি অতিরিক্ত ভারী এবং এটি চালাতেও প্রচুর বিদ্যুৎ লাগে। যার ফলে এটি ব্যবহার করার আগেই রোগীর মৃত্যু হয়। বর্তমান আবিষ্কৃত ক্ষুদ্র যন্ত্রটিতে ড্রপারের মত বিদ্যুৎ লাগে এবং সহজেই ব্যবহার করে বুকের রক্ত সরানো ও দেহে ফিরিয়ে দিয়ে মৃতপ্রায় রোগীকে বাঁচানো সহজ হবে, অন্য দেহের রক্ত অন্য শরীরে ঢোকানোর সমস্যাও এতে দূর হবে। তার উপর ১ ঘণ্টায় এই যন্ত্রে ২০ জন রোগীর চিকিৎসাও সম্ভব হয়েছে।

অপারেশনের ক্ষেত্রে রোগীকে অজ্ঞান করার ঝামেলা থেকে রেহাই পেতে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এখন সম্মোহন বিদ্যার সাহায্য নিচ্ছেন। টিভি ব্যবহার করে রোগীকে সম্মোহন করে তার স্নায়ু কোষকে বশীভূত ও অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রিত করায় রোগী বিনা যন্ত্রণায় অপারেশনের সুযোগ নিতে পারছেন।

[ইউ এস এস আর কনস্যুলেট জেনারেল কলিকাতার তথ্য বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত।

গ্রাম উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

সাগরদীঘি : মুর্শিদাবাদ প্রজেক্টের লুথারেন ওয়ার্লড সার্ভিস স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি হলে ২৬-২৮ জুন গ্রাম উন্নয়নে বিধিমুক্ত শিক্ষার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কমলারঞ্জন প্রামাণিক। প্রজেক্টের ডেপুটি প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটার শান্তনুনন্দন হালদার বিধিমুক্ত শিক্ষায় আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজনীয় দিকগুলি বর্ণনা করেন। চন্দ্রশেখর ঘোষ স্বল্প সময়ে অক্ষর পরিচয় পদ্ধতি দেখান। স্থানীয় ব্লকের ভেটেনারি অফিসার ডাঃ প্রদীপকুমার ঘোষ গৃহপালিত পশু পক্ষীদের রোগ হবার আগে প্রতিশেধক এবং রোগ হলে ঔষধের প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করেন। কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক অজিত দাস খরিফ ধান চাষের পদ্ধতি ও রোগ পোকা দমন পদ্ধতি দেখান। ২৭ জুন ডাঃ ওবেদুল হক স্কুল স্বাস্থ্য এবং প্রাথমিক চিকিৎসার পদ্ধতি বর্ণনা করেন। সাধারণ স্বাস্থ্য ও পরিবার উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেন সাগরদীঘি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সমাজ উন্নয়ন আধিকারিক দ্বিজেন্দ্রকুমার পাঠক। সাগরদীঘি পূর্ব চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রশান্ত রায় চৌধুরী বিধিমুক্ত শিক্ষায় শিক্ষকদের ভূমিকা বর্ণনা করে প্রাথমিক শিক্ষকরা কিভাবে তাদের সাহায্য করতে পারেন তা আলোচনা করেন। জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক রাজেন্দ্রশংকর শুক্ল গাছ না থাকলে মাটির ক্ষয় কিভাবে হয় বর্ণনা করেন। এলাকার মোট জমির মধ্যে ৩৩ ভাগ বন থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তিনি জানান। রঘুনাথগঞ্জের ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিসার সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে গাছের দরকারের কথা বলেন। কিভাবে গাছের বৃদ্ধি হবে তার বিজ্ঞান সম্মত দিকগুলিও বর্ণনা করেন। ২৮ জুন কলিকাতার উন্নয়ন সংযোগকারী প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটার অমর মুখোপাধ্যায় এই জেলার শিক্ষার হার বাড়াতে প্রয়োজনীয় দিক বর্ণনা করেন। তিনি ৪০ জন শিক্ষক শিক্ষিকা এবং সেই গ্রামের দু'জন করে সদস্য এবং সংস্থার কর্মীদের নিয়ে ছোট ছোট আলোচনায় বসেন।

বিজ্ঞপ্তি

অবৈতনিক হিন্দী শিক্ষা। ভর্তি চালতেছে। রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুল। প্রতি রবিবার বৈকাল ২-৩০টা হতে ৪-৩০টা পর্য্যন্ত। ক্লাস চলাকালীন যোগাযোগ করুন।

নির্বাচন ক্ষেত্রের নির্বাচক তালিকা সমূহের সংক্ষিপ্ত সংশোধন সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গের ২৮৪টি বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের নির্বাচক মণ্ডলীর খসড়া তালিকা পরিবর্তন। পরিবর্ধনের কাজ ২৫-৬-৯০ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। ১৯৬০ সালের নির্বাচক নিবন্ধনভুক্তি আইন অনুযায়ী।

১৯৬০ সালের নির্বাচক নিবন্ধনভুক্তি আইনের ২২ ধারা অনুযায়ী কোনরূপ দাবী বা আপত্তি থাকলে তা ১৬-৭-৯০ তারিখের মধ্যে করতে হবে।

দাবী ও আপত্তি সমূহের নিষ্পত্তি এবং তৎসম্পর্কিত সংযোজনী কাজ ৭-৮-৯০ তারিখে সম্পন্ন হবে। নির্বাচক মণ্ডলীর চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন ৮-৮-৯০ তারিখে করা হবে।

স্বাক্ষর : জেলা শাসক, মুর্শিদাবাদ

রামকৃষ্ণ টাইপ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট

গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড টাইপ স্কুল (রেজিঃ নং L44065)

স্থান : রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসের নিকটে

এখানে ইংরাজী টাইপ, ইংরাজী শর্টহ্যাণ্ড ও বাংলা টাইপ শেখানো হয়। শিক্ষান্তে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

বিঃ দ্রঃ এখানে সব রকমের কাগজ টাইপ করে দেওয়া হয় ও সুন্দরভাবে জেরক্স কপিও করা হয়।

সমস্যা কমবে কি

(১ম পাতার পর)

দুটি বোর্ড তাঁদের ইচ্ছা থাকলেও তাঁরা শহরের সমস্যা দূর করতে সক্ষম হননি। এবার অবস্থা আয়ত্তে থাকায় তাঁরা স্বভাবতই আশাবাদী যে শহরের সমস্যা দূর করতে পারবেন। ধুলিয়ান পুর-বোর্ডে কিন্তু হালফিল অবস্থা ডামাডোলের। জঙ্গিপুরের ১৯৮১ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে সেখানে। সি পি এম সমর্থিত ভি এস পির তরুণ সেন সি পি এম সমর্থন ত্যাগ করে গোঁজামিল আঁতাত বি জে পি, কংগ্রেস, ফঃ ব্লকের সমর্থনে চেয়ারম্যান হয়ে বসায় তাঁর স্বার্থপরতা প্রকট হয়ে পড়েছে। অপরদিকে ফ্রন্টের আদর্শকে দূরে ফেলে কংগ্রেস সমর্থনে ভাইস চেয়ারম্যানের পদ নিয়ে ফঃ ব্লকের অশোক সিংহ নিজেকে চরম স্বার্থপর বলে জন-গণের কাছে প্রতিভাত হয়েছেন। অপরদিকে বি জে পিও সর্বভারতীয় নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে কংগ্রেসকে সমর্থন করে এক বিচিত্র মান-সিকতার প্রমাণ রেখেছেন। এই খিচুড়ি আদর্শের গোঁজামিল দেওয়া বোর্ড জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হননি বলেই এই প্রতিবেদকের মনে হয়েছে। এই বোর্ডের পক্ষে বিভিন্ন মতবাদ সমন্বিত কমিশনারদের মন রক্ষা করতে গিয়ে শহরের সমস্যা বাড়বে বই কমবে না বলেই মনে হয়। অপরদিকে বামফ্রন্ট নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেয়ে জঙ্গিপুর পৌর-সভায় পরিচালন ভার পাওয়ায় শহরের জনগণ দীর্ঘদিনের সমস্যা-বলী দূর হবে বলে আশা করছেন। তাঁরা চান নিরুদ্বিগ্ন পুরবোর্ডে ফ্রন্টের পরিচালকবৃন্দ জনগণের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত জল সরবরাহ ব্যবস্থার দ্রুত রূপায়ণে সচেষ্ট হবেন। শহরের একমাত্র তহ-বাজারে যাওয়ার রাস্তাটি সংস্কার করিয়ে মানুষের যাতায়াতের সুব্যবস্থা করবেন। ঐ রাস্তার দু'ধারে বসে থাকা পশারীদের অন্যত্র বসবার ব্যবস্থা করে ঐ অঞ্চলের বাসিন্দাদের অসুবিধা দূর করার দিকে দৃষ্টি দেবেন। অপর দিকে সুপার মার্কেট যাতে সঠিক-ভাবে রূপায়িত হয় তার দিকে সক্রিয় দৃষ্টি দেবেন। জনগণ আরো চায় জবরদস্ত দখলীকৃত সারা শহরে পুরসভার খাস জমি দখল করে যেসব বাড়ীঘর, দোকান পসারী গড়ে উঠেছে সেগুলি প্রয়োজনে উচ্ছেদ বা সুবিন্যস্ত করে পুর নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং পুরবোর্ডের আর্থিক উন্নতি ব্যবস্থা করবেন। এই শহরের জলনিকাশী এবং রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা এখনও যথেষ্ট নয় বলে জনগণ মনে করেন। আশা করা যায় এই বোর্ড বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরিবেশ দূষণ থেকে শহরকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হবেন। জনসাধারণ আরো মনে করেন পুর অফিস থেকে বিভিন্ন দুর্নীতি এবং স্বজন-পোষণ প্রভৃতি অন্যায়যুক্ত কাজের অবসান ঘটবে এবং সুস্থ নীতি বোধের মাধ্যমে পরিচালিত হবে বোর্ডের কর্মকাণ্ড।

আমাদের অধিকার

(২য় পাতার পর)

স্ত্রীর কাছে ভালোবাসা পাওয়া তোমার ন্যায্য অধিকার। পান থেকে চুন খসলে লংকা-কাণ্ড বাধাও। বটেই তো! কিন্তু ওই স্ত্রী যখন ছেঁড়া একটা সুতীর শাড়ি পরে তোমার অফিসের রান্নায় ঘেমে স্নান হয়, অফিস থেকে ফিরলে হাসিমুখে গরম লুচি আর বেগুন ভাজা এগিয়ে দেয়, তখন একবারও তো ভাবো না—ওর প্রতি তোমার কোনো দায়িত্ব আছে। এক্ষুনি ওর একটা ভালো শাড়ি দরকার। মুসৌরী-দেরাদুন না হোক, অন্ততঃ ওকে একবার মুকুটমণিপুর বা বক্রেশ্বর নিয়ে যাওয়া দরকার। নিদেন পক্ষে সারাদিনের খাটুনির শেষে দুটো মিষ্টি কথা তো ওর প্রাপ্য। আমরা অনেকেই তা ভাবি না।

কেন না অধিকারের উল্টোদিকটা আমরা দেখতে পাই না। অধিকার ও দায়িত্ব—একটা পয়সার দুটো দিক—একটিকে ছাড়া অন্যটি ভাবা যায় না। আমরা অধিকার সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি রকমের সচেতন, কিন্তু দায়িত্ব সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি রকমের উদাসীন। যেদিন আমরা নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হবো, রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের প্রতি সত্যিকারের দায়িত্বশীল হয়ে উঠতে পারবো, সেদিন আমাদের অধিকার নিয়ে গলা ফাটিয়ে শ্লোগান দেওয়া সার্থক ও শোভন হবে।

চোরাচালান বেড়েই চলেছে

(১ম পাতার পর)

থাকে। বর্তমানে খেজুরতলা ঘাট সম্পূর্ণ অজেদ পাইকারের নেতৃত্বে সি পি এমের দখলে। কংগ্রেস, সি পি এম ছাড়াও কিছু-দিন থেকে তৃতীয় পক্ষ এই চালানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তারা নিজেদের সুবিধামত মিঠিপুরের জনৈক প্রাইমারী শিক্ষকের সহায়তায় ষষ্ঠীতলা ঘাট সৃষ্টি করেছে। এই ঘাট বর্তমানে বি জে পি ঘাট নামেও পরিচিত। এসব দেখে বি এস এফ সজাগ হয়ে কয়েকদিন পূর্বে ৬৮টি গরু পাচারকালে বি জে পি ঘাটে আটক করায় ঘাটটি এখন বন্ধ রয়েছে। বর্ডারে কড়াকড়ি থাকায় কিছুদিন তিনটি ঘাটই বন্ধ ছিল বলে খবর। ১৮ জুন থেকে পুনরায় খেজুরতলা ঘাট ক্ষমতাসীন দলের দাপটে চালু হয়েছে এবং এই ঘাট দিয়েই এখন গরু, চাল, চিনি বেপরোয়াভাবে পাচার হচ্ছে বলে জানা যায়। চালানকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে শহরের বিশিষ্ট মুদিখানার মালিকদের। তাদের দোকানে সকাল সন্ধ্যে পুলিশের লোককে ঘুরঘুর করতে দেখে মানুষের মনে পুলিশের সম্বন্ধে আস্থা কমছে।

ধিক্কার দিবস পালন

(১ম পাতার পর)

নানা দল বদল করে কিরণময় নন্দের ডি এস পি দলে যোগ দেন। সি পি এমের অন্যান্য বক্তারা ঐ একই কথার প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা করেন তরুণ সেনের নেতৃত্বে গঠিত বোর্ডের বিরুদ্ধে তাঁরা গণসংগ্রাম চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। অপরদিকে ধুলিয়ানের জনসাধারণের অভিযোগ, সি পি এম নিজের দোষেই এই অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা ক্ষমতার দম্ভে সবকিছু ভুলে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণে মত্ত হয়ে ছিলেন। নেতাদের স্বেচ্ছাচারিতা, স্বৈর-তান্ত্রিক মনোভাব, দম্ভ এবং সমস্ত সম্পদ কুক্ষিগত করার প্রবণতা তাঁদের পায়ের তলার মাটি আলগা করে দিয়েছে। বিগত বোর্ডের চার বছরের কার্য্যাবলী পর্য্যা-লোচনা করলে দেখা যায় তাঁরা জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করার চেষ্টাও করেননি।

কিস্তিতে মোটর বাইক/স্কুটার/টিভি/বাস/লরী কিনবেন?
বাড়ী করার জন্য লোন চায়? বাস্তু জমি বা পুরানো বাস, লরী, মোটর সাইকেল, টিভি প্রভৃতি কেনাবেচা করতে চান? সত্বর যোগাযোগ করুন।
দিলসন্‌স্ মিউচুয়ালাইজার
DILSONS MUTUALISER
শ্মশানঘাট রোড, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৭৪২২২৫
বিঃ দ্রঃ মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন শহরে শাখা অফিস খোলার জন্য বেতন ও কমিশনে কর্মী চাই।

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত